সমকাল

তারিখ ... 12 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... 2 ...

ভ্যাটের দায়িত্ব নিল বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষার্থীদের ক্লাসে ফেরার আহ্বান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির

সমকাল প্রতিবেদক

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফির ওপরে আরোপিত মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ছাত্রছাত্রীদের পরিশোধ করতে হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই এই কর পরিশোধ করবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিকদের সংগঠন 'বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি'র এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গতকাল শুক্রবার বিকেলে গুলশান ক্লাবে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সভাপতি শেখ কবির হোসেন সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভা শেষে শেখ কবির হোসেন সমকালকে বলেন, বুধবার এনবিআরের ঘোষণার পর শিক্ষার্থীদের ওপরে কোনোভাবেই আর ভ্যাট বর্তায় না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ট্রাস্টি বোর্ডের ওপরই এ দায়িত্ব বর্তায়। কী করে ভ্যাট পরিশোধ করা হবে তা ট্রাস্টি বোর্ড সদস্যরা আলাপ-আলোচনা পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৪

ভ্যাটের দায়িত্ব নিল বিশ্ববিদ্যালয়

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

করে সিদ্ধান্ত নেবেন। তিনি ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলনত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ক্লাসে ফিরে যাওয়ার আহ্ব জানান। তিনি বলেন, আশা করছি ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন ছেড়ে ক্লাসে ফি যাবে। তারা লেখাপড়ায় মনোযোগী হবে। তবে টিউশন ফির আরোপিত ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিটি পুনর্বিবেচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অনুরে জানিয়েছেন তিনি।

শেখ কবির হোসেন বলেন, এনবিআরের প্রজ্ঞাপন ও প্রধানমন্ত্রী বক্তব্যের পর ভ্যাট এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর বর্তায়। এখানে আর ছাত্রদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। তবে এনবিআর যে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে, তা পুনরায় বিবেচনা করে দেখার অনুরোধ করেন তিনি। কারণ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আদৌ ভ্যাট প্রযোজ্য হয় কি-না। এই প্রতিষ্ঠানগুলো ট্রাস্টের অধীনে চলে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। আমরা ভোক্তা নই। সেবা গ্রহণ করি না। যারা সেবা গ্রহণ করে তারাই কেবল ভ্যাটের আওতায় আসে। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, 'তোমরা শান্তিপূর্ণভাবে ক্লাস পরীক্ষায় অংশ নেওয়া শুরু কর।'

সভা সূত্র জানায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিকদের এই সভা শেষে সিদ্ধান্তগুলো লিখে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছিল গত রাতে। তবে রাতে রাজধানীর একটি হোটেলে অর্থমন্ত্রীর দেওয়া বক্তব্যের পর এই সংবাদ বিজ্ঞপ্তি স্থগিত করা হয়। অর্থমন্ত্রী রাতে ওই অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের বলেন, ভ্যাট আরোপ হয়েছে টিউশন ফির ওপরে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইতিমধ্যেই টিউশন ফি আদায় করেছে। এবার ভ্যাট বিশ্ববিদ্যালয় মালিকদেরই দিতে হবে। এ বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে। তবে পরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে হয়তো এ অর্থ আদায় করতে পারে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির গতকালের সভায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৫০ জন ট্রাস্টি বোর্ড চেয়ারম্যান ও তাদের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। সভা সূত্র জানায়, সভায় প্রথমেই বলা হয়, শিক্ষা কোনো পণ্য নয়। শিক্ষায় ভ্যাট আরোপ হতে পারে না। তাই শিক্ষার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যাদেরই পরিশোধ করতে হোক না কেন, এ ভ্যাট প্রত্যাহার করা প্রয়োজন। সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ভ্যাট আরোপের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। সভায় কয়েকজন ট্রাস্টি বোর্ড চেয়ারম্যান বলেন, ছাত্রদের আমরা রাস্তায় দেখতে চাই না। তারা ক্লাসে ফিরে যাক। সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করা হবে। এ পর্যায়ে আন্দোলনরতদের ক্লাসে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় গৃহীত অপর এক সিদ্ধান্তে বলা হয়, ৪ জুলাই জারি করা এনবিআরের প্রজ্ঞাপন খুব অস্বচ্ছ। ভ্যাট আইন অনুসারে, পণ্য বা সেবাগ্রহীতা ভোক্তাকেই ভ্যাট পরিশোধ করতে হয়, সেবা প্রদানকারীদের নয়। এ ছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ অনুসারে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কোনো লাভজনক প্রতিষ্ঠান নয়। এগুলো সম্পূর্ণ অলাভজনক প্রতিষ্ঠান এবং ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত। ট্রাস্টি বোর্ডের ওপর ভ্যাট আরোপিত হতে পারে না। এই ভ্যাট আরোপ করতে গেলে ভ্যাট আইন ও ট্রাস্টি বোর্ড আইন আগে সংশোধন করতে হবে। নইলে আদালতে মামলা করা হলে এই সিদ্ধান্ত টিকবে না। সভায় বলা হয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকার থেকে কোনো অর্থ গ্রহণ করে না। উপরন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজস্ব জমি কিনে স্থায়ী ক্যাম্পাস গড়ে তুলতে সরকার থেকেই ক্রমাগত চাপ দেওয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় হতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য পুনরায় বিনিয়োগ করা হয়। তাই এই ভ্যাট আরোপ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করবে। এরপর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয় মালিকরা ভ্যাট পরিশোধের দায়িত্ব নিলেও আন্দোলনকারী সংগঠন 'নো ভ্যাট ইন এডুকেশন' তাদের কর্মসূচি প্রত্যাহার করেনি। তারা আগামীকাল থেকে তিন দিনের ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বলছে, 'শিক্ষা মৌলিক অধিকার। এখানে কোনো ভ্যাট চলবে না। সরকার ভ্যাট প্রত্যাহার না করলে আন্দোলন চলবে। কারণ, সরকার যতই বলুক বিশ্ববিদ্যালয়কে ভ্যাট দিতে হবে, প্রকারান্তরে এই ভ্যাট আমাদেরই দিতে হবে।'

আসলে ভ্যাট কে দেবে এমন প্রশ্নের উত্তরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান সমকালকে বলেন, 'এটি আমাদের বিষয় না। এটি আদায় করবে রাজস্ব বোর্ড। দেবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কার কাছে থেকে নেবে, কে দেবে, সেটি ওই দুই পক্ষের বিষয়।'

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, চলতি বাজেটে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাড়ে ৭ শতাংশ ভ্যাট ধার্য করার পরই শিক্ষার্থীদের ওপর টিউশন ফি বাড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভ্যাটের টাকা সংগ্রহ শুরু করে। প্রতি সেমিস্টারে গড়ে একজন শিক্ষার্থীর টিউশন ফির সঙ্গে ভ্যাটের টাকা দিতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, একজন শিক্ষার্থী যেকোনো ধরনের লেনদেন করেছে, সেখানে ভ্যাট দিতে হয়েছে। বৃহস্পতিবার আন্দোলনের পর ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া ভ্যাটের টাকা ফেরত দেওয়ার কথা জানিয়েছে।